এবং যাদের বেঁচে থাকার, তারা বেঁচে থাকবে প্রমাণসহ

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র শায়খ আল-মুজাহিদ
আবু মোহাম্মাদ আল-'আদনানী আশ-শামী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)
এর বক্তব্য

প্রকাশিত:

শা’বান ১৪৩৭

মূল শিরোনাম:

(وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)

অনুবাদে:

ফুরাত মিডিয়া, বাংলা বিভাগ

এবং যাদের বেঁচে থাকার, তারা বেঁচে থাকবে প্রমাণসহ

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র শায়খ আল-মুজাহিদ আবু মোহাম্মাদ আল-'আদনানী আশ-শামী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) এর বক্তব্য

সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান ও সর্বদৃঢ় আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যাকে তরবারি সহকারে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর:

আল্লাহ ﷻ তায়ালা বলেন, “নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।” (আল-মুজাদালাহ ২০-২১) এবং আমাদের রব ইহুদীদের ব্যাপারে বলেন, “আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি প্রদান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্রই শাস্তি প্রদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (আল-আ'রাফ ১৬৭) আবু হুরায়রাহ ؓ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে। মুসলিমরা ইহুদীদের ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করতে থাকবে যতক্ষণ না ইহুদীরা পাথর এবং গাছপালার পিছনে লুকায়। তখন পাথর ও গাছ বলবে, ‘হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার পিছনে এক ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো এবং তাকে হত্যা কর।’” (সহীহ মুসলিম) তিনি আরও বর্ণনা করেন যে নবী ﷺ বলেন, “কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না রোমানরা আ'মাকে (দাবিক) অবতরণ করে। তারপর শহর হতে একটি সেনাবাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হবে, তারা হবে সে সময়কার পৃথিবীর সর্বোত্তম লোকদের মধ্য থেকে। যখন তারা যুদ্ধের জন্য তাদের সারিগুলো প্রস্তুত করবে, তখন রোমানরা বলবে, ‘আমাদের এবং সেই সকল লোকদের মধ্যে পথ তৈরি করে দাও যারা আমাদের সম্প্রদায় হতে কিছু লোককে দাস বানিয়েছে, যাতে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি।’ অতঃপর মুসলিমরা বলবে, ‘না, আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের এবং আমাদের ভাইদের মধ্যে কোন পথ তৈরি করবো না,’ আর এরপর তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের (মুসলিমদের) এক-তৃতীয়াংশ পিছু হটবে এবং আল্লাহ কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না, তাদের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর কাছে শহীদদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং এক-তৃতীয়াংশ তার পর আর কখনও কোন ফিতনাহে পতিত হবে না এবং তারা কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তা দখল করবে।” (সহীহ মুসলিম)

হে ক্রুসেডাররা, তোমাদের জন্য দুর্দশা, হে ইহুদীরা, তোমাদের জন্য দুর্দশা। যখনই তোমরা উন্নীত হও, কুচকাওয়াজ কর, জুলুম কর এবং সীমালঙ্ঘন কর, (তখনই) আল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে আসেন এমন জায়গা থেকে যার প্রত্যাশাও তোমরা কর নি এবং তাঁর বান্দারা তোমাদের চরম শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করেন। আমাদের রব আমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, সকল প্রশংসা তাঁর। অযোগ্য আমেরিকা এবং তার মিত্ররা, মনে করে যে তারা মু'মিনদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারবে বা মুজাহিদিনদের উপর বিজয় অর্জন করতে পারবে। অবশ্যই না! নিশ্চয়ই, ১৩ বছর আগে ক্রুসেডার জোট ইরাকে এসেছিলো, এই ভেবে যে, কোন কিছুই তাদের উপর শক্তিশালী হতে পারবে না এবং শক্তি হলো সংখ্যা আর সাজ সরঞ্জাম। তার কিছু দিনের মাথায়, বোকা বুশ সামরিক অভিযান সমূহের সমাপ্তি ঘোষণা করে, দাবি করে যে যুদ্ধ শেষ, সর্বোচ্চ ভাঁওতাবাজি আর দাম্ভিকতার সাথে তার প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা আর সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার মাধ্যমে সে বিজয়ের দাবি করে। অতঃপর আমরা তাকে অবগত করি যে তার যুদ্ধ এখনও শুরুই হয় নি এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তার মিথ্যাবাদিতা এবং মুজাহিদিনগণের সত্যবাদিতা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমেরিকা ও এর মিত্রদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই, জোটের সেনাবাহিনী দুই নদীর দেশের (ইরাক) সর্বত্র অবস্থান করতে হয় এবং তারা ধ্বংসের স্যাতভূমিতে এসে পড়ে, যা হতে তারা বের হতে পারবে না, বি-ইদনিল্লাহ (আল্লাহর অনুমতিক্রমে) অতঃপর, আমেরিকার অর্থনীতিকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়া এবং এর সেনাবাহিনীকে ক্লান্ত করে তোলা ধ্বংসাত্মক ৮ বছরের যুদ্ধের পর, খচ্চর ওবামা ইরাক হতে ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর সরে যাওয়ার ঘোষণা দেয়, প্রতারণার সাথে আবারও সে আরেকটি বিজয়ের মিথ্যা দাবি করে। আমরা আবার তাকে অবগত করি, আরেকবার, যে যুদ্ধ এখন তীব্রতর হয় নি এবং আমরা তাদের প্রতি ওয়াদা করি, এই বলে যে, "যদি তোমরা চলে যাও, তাহলে তোমরা আবার ফিরে আসবে।" অতঃপর, আমেরিকা এবং ইহুদীদের খচ্চর মিথ্যা বলেছিল, যখন মুজাহিদিনগণ সত্য বলেছিলেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহে এই দাওলাতুল ইসলাম এখনও টিকে আছে এবং ইহুদী আর ক্রসের রক্ষক, আমেরিকা, ফিরে এসেছে তার সেনাবাহিনী নিয়ে, এভাবেই সে তার নিজের সন্তানদের

মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াচ্ছে, নিজেকে এবং এর মিত্রদের দাওলাতুল ইসলামের ধ্বংস এবং জিহাদের সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয়ার মাধ্যমে।

অতঃপর শুনে নাও, হে আমেরিকা! শুনে নাও, হে ক্রুসেডাররা! শুনে নাও, হে ইহুদীরা! আমাদের রব বলেন, “আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই বিজয়ী হয়।” (আস-সাফফাত ১৭১-১৭৩) “যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন।” (আত-তাওবাহ ১৪-১৫) নিশ্চয়ই, আমরা তাঁর ﷺ প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষমাণ এবং তাঁর উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাই তোমাদের সেনাবাহিনীগুলো এবং তোমাদের সমাবেশগুলো আমাদের কখনই ভীত করতে পারবে না। তোমাদের হুমকি-ধামকি এবং তোমাদের অভিযান সমূহ আমাদের বিরত করতে করবে না। তোমরা কখনই বিজয়ী হবে না। তোমরা পরাজিত হবে। হে আমেরিকা, তোমারা কি মনে করো আমাদের এই নেতা বা ঐ নেতাকে হত্যা করার নামই বিজয়? নিশ্চয়ই, তা হবে একটি মিথ্যা বিজয়। কোথায় তোমরা বিজয়ী হয়েছিলে যখন তোমরা আবু মুস’আব, আবু হামজাহ, আবু ‘উমার অথবা উসামাহকে হত্যা করেছিলে? যদি তোমরা আশ-শিশানী, আবু বকর, আবু যাইদ অথবা আবু ‘আমরকে হত্যা কর তাহলে কি তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে? না, নিশ্চয়ই, বিজয় হলো প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা। নাকি তোমরা, হে আমেরিকা, একটি শহর অথবা একটি ভূমি হারানোকে পরাজয় হিসেবে গণ্য কর? যখন আমরা ইরাকে শহরগুলো হারিয়ে ছিলাম এবং আমরা কোন শহর বা ভূমি ছাড়া মরুভূমিতে ছিলাম তখন কি আমরা পরাজিত হয়ে গিয়েছিলাম? আর যদি তোমরা মসুল, সিরতে, রাক্কাহ বা অন্যান্য সকল শহর নিয়ে নাও এবং আমরা আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাই, তাহলেই কি আমরা পরাজিত হয়ে যাব এবং তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে? অবশ্যই না! সত্যিকারের পরাজয় হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি আর যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষাকে হারিয়ে ফেলা। মাত্র একটি পরিস্থিতিতে আমেরিকা বিজয়ী হবে এবং মুজাহিদিনগণ পরাজিত হবেন। আমরা পরাজিত হবো এবং তোমরা বিজয়ী হবে, শুধুমাত্র যদি তোমরা মুসলিমদের হৃদয় থেকে কোরআনকে সরিয়ে দিতে পার। তা কতই না

অসম্ভব! তা কতই না দুরূহ কাজ! বরং, আমরা যারা কোরআনের অনুসারী, তারা জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবনকে বিক্রি করে।

(কবিতা)

শুনো, হে আমেরিকা এবং বুঝে নাও। দুই নদীর দেশে মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে **১৩** বছরের যুদ্ধের পর তোমরা তোমাদের কোন কাজটি সফলভাবে সমাপ্ত করেছো, কোন কাজটি তোমরা সমাপ্ত করেছ? তোমরা ইরাকে কয়েক হাজার নয় শত শত হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছিলে, যখন আমরা ছিলাম কয়েক শ' বরং কয়েক ডজন বা এর কিছু কম-বেশি। আর মাত্র তিন বছর পর রামসফেল্ড পদত্যাগ, অক্ষমতা এবং পরাজয়ের ঘোষণা দেয়; এবং মুজাহিদিনগণ দাওলাতুল ইসলামের ঘোষণা প্রদান করেন। "কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলের মোকাবেলায় বিজয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।" (আল-বাক্বারাহ ২৪৯) এভাবেই আমেরিকা পরাজিত হয়, কারণ এর সেনাবাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ আর ধ্বসের সম্মুখীন হয়েছিলো, কিন্তু তা উদ্ধার পায় বিশ্বাসঘাতকতা আর অপমানের সাহাওয়াতদের দ্বারা।

তারপর আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ অনুসারে পরীক্ষা আর (মু'মিনদের) চেখে দেখার সময় আসে, অতঃপর ফিতনাহ বৃদ্ধি পায় এবং পরীক্ষা তীব্রতর হয়, যতক্ষণ না শহর সমূহ হতে সংহতি চলে যায়। কিন্তু তা শুধু মাত্র মুজাহিদিনদের সবর এবং ইয়াক্বিনকেই বৃদ্ধি করে। তা আমেরিকার জন্য পালিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দেয়। অতঃপর মিথ্যাবাদী ওবামা বিজয় আর সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। হে ব্যর্থ, পরাজিত খচ্চর! কোথায় সে বিজয় যার দাবি তুমি করেছিলে? আমেরিকার নিয়ে আসা মধ্যপ্রাচ্যের নতুন মানচিত্র কোথায়? তুমি কি ভুলে গেছো, নাকি ভুলে যাওয়ার ভান করছো? নাকি তোমার ধ্বংস এবং আসন্ন সমাপ্তির মাধ্যমে আমরাই তা অংকন করেছি? কোথায় সেই "স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ" ইরাক? কোথায় গণতন্ত্র? তুমি কি নিজেকে, নিজের লোকদের এবং সমস্ত পৃথিবীকে বোকা বানাচ্ছো? নাকি তুমি এখন দাওলাতুল ইসলামকে স্বীকার করে নিয়েছো?

কোথায় সেই প্রতিশ্রুত নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি? তুমি কি মিথ্যা বলছো, হে আমেরিকা, নাকি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণে অক্ষম? আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কি তুমি পৃথিবীকে পূর্বের চেয়ে নিরাপদ করেছো, আমেরিকা, নাকি এখন ভয় আর ধ্বংস নিত্যনতুন ব্যাপার? কানাডা, ফ্রান্স, তিউনিসিয়া, তুরস্ক আর বেলজিয়ামই তার প্রমাণ। তুমি কি সন্ত্রাসবাদকে মুছে ফেলেছো এবং জিহাদের আগুনকে নিভিয়ে দিয়েছো, নাকি তা বিস্তার লাভ করেছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে আর প্রতিটি ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে? তুমি কি মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে সফল হয়েছো, নাকি আমরা খিলাফাহ'র ঘোষণা দিয়েছি এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সংহতির সাথেই আমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত!?

অপেক্ষা কর, আমেরিকা; যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি এবং তুমি এখনও বিজয়ী হও নি। আল্লাহর অনুমতিক্রমে, তুমি পরাজিত হবে, তাই অপেক্ষা কর। অপেক্ষা কর, কারণ আমাদের তরবারি এখনও কোষবদ্ধ হয় নি, আমাদের অস্ত্র সমূহ ক্ষান্ত হয় নি এবং আমাদের প্রত্যয় দুর্বল হয় নি। আমরা বিরক্ত বা দুর্বল হই নি; বরং, আল্লাহর অনুগ্রহে, তোমার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় হতে এখন আমাদের শক্তি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, হে আমেরিকা। আল্লাহর অনুগ্রহে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা শক্তি অর্জন করছি, এবং তুমি দুর্বল হচ্ছ। আমরা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এবং ওবামার ব্যর্থ পরিকল্পনায় তুমি হোঁচট খেয়েছো।

হে মুসলিমগণ! হে মোহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাহ! শাম তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। বাস্তবতা আপনাদের জন্য সূর্যের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অতঃপর যাদের মারা যাওয়ার, তারা মারা যাবে প্রমাণসহ এবং যাদের বেঁচে থাকার, তারা বেঁচে থাকবে প্রমাণসহ। এই হলো পুরো কাফির বিশ্ব যা সমবেত হয়েছে, একটি জোটে যোগদান করেছে এবং পাগলের মত দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে, একে পরাজিত এবং বিলুপ্ত করাকে তাদের প্রথম কাজ হিসেবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কিসের দ্বারা? তাদের উদ্দেশ্য কি? বাস্তবতা কি? তাদের স্লোগান কি? কেন বিপুল সংখ্যক কাফির জাতি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছে? কেনইবা আমেরিকা এবং এর মিত্ররা আমাদের বিরুদ্ধে প্রায় ২০,০০০ বিমান হামলা চালিয়েছে? হ্যাঁ! প্রায় ২০,০০০ বিমান হামলা! কেনইবা তারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সম্পদ হতে বিলিয়ন বিলিয়ন খরচ

করছে? কেনইবা তারা সেনাবাহিনী, গ্যাং আর মিলিশিয়াদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং তাদের অস্ত্র জোগান দিচ্ছে? কেন তারা নির্লিপ্ত ভাবে তাদের সন্তানদের ভিনদেশে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করছে? কেনইবা তারা তাদের বাছাইকৃত যোদ্ধাদের ছাড়া অন্যদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, সাহায্য-সহায়তা প্রদান করে না? তাদের জিজ্ঞাস করুন, যদি তারা এর উত্তর দেয় অথবা আপনারা উত্তর দিন, যদি আপনারা ইতিমধ্যে তা উপলব্ধি করতে পারেন।

একমাত্র এই কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একত্রিত হয় নি যে, আমরা কোন শরিক ছাড়া এক আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ করি এবং অন্যদেরকেও তা করার জন্য উৎসাহিত করি। আমরা এর ভিত্তিতে মিত্রতা করি এবং যারা তা ত্যাগ করে আমরা তাদের তাকফির করি। আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরকের ব্যাপারে আমরা সতর্ক করি এবং এই ব্যাপারে আমরা বড়ই কঠোর। আমরা এর ভিত্তিতেই শত্রুতা নির্ধারণ করি এবং যারা এতে লিপ্ত হয় তাদেরকে আমরা তাকফির করি। এই হলো আমাদের আহ্বান। এই হলো আমাদের দ্বীন। এই কারণেই আমরা একাই সারা পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করি এবং তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে।

এটা উপহাস নয় যে আমেরিকা দাবি করে তারা মজলুমদের সাহায্য করার জন্য এবং দুর্বলদের সহায়তা করার জন্য অথবা "মানুষের স্বাধীনতা" অথবা "নাগরিক সুরক্ষার " জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। একমাত্র উপহাস হলো কিছু নির্বোধ প্রাণীই আসলে তা বিশ্বাস করে, তদুপরি তারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, বিশেষ করে তারা যারা শামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঘটনা সমূহ প্রত্যক্ষ করেছে। এটা উপহাস নয় যে আমেরিকা দাবি করে তারা ইসলামের সুরক্ষা করে এবং একে চরমপন্থিদের বিকৃতি ও জাহেলদের ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সাথে যুদ্ধ করে। উপহাস এবং সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হচ্ছে ইলমের গর্দভরা – যাদের মিথ্যাভাবে মুজাহিদ হিসেবে গণ্য করা হয় - মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করে এবং ঘোষণা করে যে ভাড়াটে মুরতাদরাই সত্যিকার মুজাহিদ ফি-সাবিলিল্লাহ, তারা ভ্রষ্ট খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে! নিশ্চয়ই, জালিমদের প্রতি আল্লাহর লা'নত।

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই, মুজাহিদিনগণ বিজয়ী – তারা বিজয়ী তরবারি আর তীরের অগ্রভাগ দ্বারা, দলিল প্রমাণ সহ। এই হলো একটি ছোট দল যারা পৃথিবীর সেনাবাহিনী এবং জাতিসমূহকে আঘাত করছে, বছরের পর বছর তারা টিকে আছে। তারা যখনই কোন ভূমিতে প্রবেশ করেন তখন সেখানকার তাগুতরা তাদের ধ্বংস এবং সেখানে সমাপ্ত করতে অক্ষম হয়েছে। যখনই কোন সেনাবাহিনী এর সাথে যুদ্ধ করেছে তখনই এটা তাকে দুর্বল করে দিয়েছে, তাকে রক্তাক্ত করেছে এবং অশ্রুসিক্ত করেছে। এবং নিশ্চিয়ই, মুজাহিদিনগণ প্রতিটি সন্দেহযুক্ত যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে সকল শয়তান আলেমদের যুদ্ধোদ্যম এবং সব ধরনের গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা সত্ত্বেও। শামের যুদ্ধের পর কারও আর কোন অজুহাত নেই। সত্য আজ জ্ঞানী এবং সাধারণ লোক উভয়ের সামনে পরিষ্কার হয়েছে। এখানে আছে শুধু দুটি সেনাবাহিনী, দুটি শিবির, দুটি খন্দক। তা হলো কুফর এবং ঈমানের লড়াই। এই লড়াই হলো ওয়ালা এবং বারা'আর লড়াই। অন্য কোন যুদ্ধ মূল্যহীন, কুফফাররা তাদের যুদ্ধে যেই স্লোগানই ব্যবহার করুক এবং যে উদ্দেশ্যই তারা দাবি করুক।

কোথায় কাফির পশ্চিমের দাবিকৃত "বেসামরিক নাগরিকদের" প্রতিরক্ষা এবং "মানবাধিকার" ও "স্বাধীনতার" সুরক্ষা? নিশ্চয়ই, সাধুতার মিথ্যা আর প্রবঞ্চনার মুখোশ খসে পড়েছে, নুসাইরীদের মৃত্যু, ধ্বংস আর গ্যাসের ব্যারেলের নিচে তা তার কুৎসিত চেহারা প্রকাশ করেছে। মুজাহিদিনগণের অগ্রসরতা এবং বিজয় অর্জন ব্যতীত কিছুই আমেরিকা এবং তার মিত্রদের ব্যথা বা পিড়া দেয় না। মুসলিমদের উপর প্রতিদিন রাশিয়ান আর নুসাইরীদের হত্যাযজ্ঞ পৃথিবীকে কাঁদায় না। মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের স্থানচ্যুতি ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য কাফির জাতিদের ভাবানুভূতিকে নাড়া দেয় না। হাজার হাজার অসহায় এবং অবরুদ্ধ শিশু, নারী এবং বৃদ্ধ পুরুষদের ক্ষুধা, অসুখ, পিড়া আর মৃত্যু তাদের বিঘ্নিত করে না। আমেরিকা এবং এর মিত্ররা গুতাহ, জাবদানি, মাদায়া এবং মু'আদ্দামিয়্যাহ তে যারা আছে তাদের পরোয়া করে না। তারা শুধুমাত্র খেয়াল রাখে তাদের প্রতি যারা আল-খায়ের শহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আর তাই তারা নুসাইরিয়্যাহদের প্রতি প্রতিদিন খাদ্যের বস্তা নিক্ষেপ করে দ্রুত তাদের সাহায্য করছিল। ইউরোপের এবং অন্যান্য কাফির দেশগুলোর জনগণ রাশিয়া কর্তৃক হাসপাতালগুলো ও অন্যান্য আবাসিক এলাকাগুলো ধ্বংস করায় কম্পিত হয় নি অথচ দাওলাতুল ইসলাম যখন কোন কাফিরের

শিরশ্ছেদ করে তখন তারা উন্মাদ হয় ও অনিদ্রায় ভোগে, এতে তারা শিহরিত-কম্পিত হয়, বোমা বর্ষণ ও সমাবেশ করে। এই হলো অবস্থা এবং বার্মা, তুর্কিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, মধ্য আফ্রিকা, চেচনিয়া, অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে এবং ইরানের সুন্নিদের প্রতি ক্রুসেডার, হিন্দু ও নাস্তিকরা যে ধরণের অপরাধ, হত্যাযজ্ঞ ও নৃশংসতা চালায় এই ব্যাপারে তাদের কান বধির ও তাদের চোখ অন্ধ। সুতরাং এটি কোন মুসলিম দ্বারা সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটা কোন অপরাধ, বাড়াবাড়ি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়, ঠিক যেভাবে একজন মুসলিম যখন এগুলোর স্বীকার হয় তখন এগুলো অপরাধ, বাড়াবাড়ি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয় না।

হ্যাঁ, হে মুসলিমগণ, “যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর জীবিত থাকে” (আনফালঃ ৪২) ভণ্ড আলেম, দিনার ও ডলারের শায়খ এবং যাদুকর, মুনাফিক ও গুপ্তচরদের কমিটি সম্পর্কে বলতে গেলে, তাদের উদগিরণ করা মিথ্যা ফাতওয়াগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে। তারা যে ধরণের সন্দেহ দাড় করেছিলো তা উন্মোচিত হয়েছে ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আজকের পর তারা তাদের মনিবদের জন্য আর কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। তারা যতই উদ্যমী ও সক্রিয় থাকুক না কেন, তারা পরাজিত হবে। সকলেই তাদের আসল রূপ জানে। যখন তাদের মনিবরা শক্তি অর্জন করে ও মানুষের ঘাড়ে তাদের মুষ্টি শক্ত করে চেপে ধরে, তারা তাদের আনুগত্য করার জন্য ও তাদের অবাধ্য না হতে এবং জিহাদ না করতে ফাতওয়া প্রকাশ করে, তারা যতই কুফর, অত্যাচার, ভ্রান্তি ও দুর্নীতি ছড়াক না কেন। অতঃপর মুজাহিদিনগণ যখন কিছু শহর দখল করেন, সেখানে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করেন, তখন তাদের রক্ত গরম হয় ও তারা রাগে ফুঁসে ওঠে, তখন তারা তাদের পাকস্থলী থেকে বমি উদগিরণ করে ও ফাতওয়া প্রকাশ করে মুজাহিদিনদের বিরোধিতা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, তাদের বর্জন করার জন্য ও তাদের মূল উৎপাটন করার জন্য, মুসলিমদের রক্তের মূল্য, তাদের প্রতি ধ্বংসযজ্ঞ এক্ষেত্রে কোন ব্যাপারই না, এক্ষেত্রে তারা অনুমতি দেয় – এমনকি জোড়ালোভাবে সুপারিশ করে – এই ব্যাপারে কাফিরদের থেকে সাহায্য নেয়ার জন্য। তদুপরি কুফফাররা মুসলিমদের জবাই, অত্যাচার, ধ্বংস ও অত্যাচার যাই করুন না কেন, এই শয়তান আলেমরা এই সম্পর্কে

অন্ধ, বোবা ও বধির। এক্ষেত্রে কোন ফাতওয়া, নিন্দা ও সমালোচনা নেই। অপরদিকে মুজাহিদিনরা যখনই দূরবর্তী কোন স্থানে কোন একজন কাফিরকে হত্যা করে বা কুফফারদের আগ্রাসন প্রতিরোধ করে, এই জ্ঞানের গর্দভরা তখন চেঁচামেচি করে, কোন প্রকার লজ্জা ছাড়াই তারা এর বিরুদ্ধে সবাইকে জড়ো করে, তারা এর নিন্দা জানায়, সমালোচনা করে, কুফফারদের প্রতি সমবেদনা জানায়, দুঃখ প্রকাশ করে ও বিলাপ করতে থাকে। অথচ জবরদখল করা বিচ্ছিন্ন মুসলিম ভূমিগুলোর তাওয়াগ্বিত শাসক ইসলাম ভঙ্গকারী কোন একটি কারণও তারা বাদ রাখেনি, বরং সবগুলো সম্পাদন করেছে এবং এই শয়তান আলেমরা তাদের রক্ষা করতে কোন একটি "প্রমাণও" বাদ রাখেনি, বস্তুত তারা সেগুলোর অর্থ পরিবর্তন করেছে, সেগুলোর রূপ বদলে দিয়েছে এবং বিকৃত করেছে। মুজাহিদিনগণ যখনই কোন শরীয়াহ সম্মত পদ্ধতির চালু করেন, কোন একটি সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করেন, শাসন প্রতিষ্ঠা করেন অথবা একটি হদ কায়েম করেন তখনই এই দরবারী আলেমরা তাঁদের মধ্যে ভুল খুঁজে পায়, তাঁদের গালাগালি করে, তাঁদের নিন্দা করে ও আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখার জন্য তারা নানা ধরণের সন্দেহ ছড়িয়ে দেয়।

হাশরের দিনে তোমাদের উপর অভিশাপ, ও শয়তান আলেমরা, সেদিন যখন গোপন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা নেয়া হবে এবং তোমাদের তখন কোনই অজুহাত থাকবে না। তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমরা শব্দের অর্থ বদলে দিয়েছো এবং সত্যকে মিথ্যা দ্বারা পরিবর্তন করেছো। ইসলামের রহমতকে তোমরা কুফফার, তাওয়াগ্বিত ও মুশরিকিনদের সাথে মিত্রতা করা বানিয়েছো! মুসলিম ভূমির অভ্যন্তরে ঘাঁটি-পাতা আক্রমণকারী শত্রুদেরকে তোমরা আহলুদ-দিম্মাহ (যাদের চুক্তিভিত্তিক সুরক্ষা দেওয়া হয়) ও শরণার্থী বানিয়েছো! তোমরা শিরক ও কুফরির গণতন্ত্রকে শু'রার একটি বৈধ পন্থা বানিয়েছো! তোমরা সত্যের ক্ষেত্রে নীরব থাকা এবং মিথ্যাকে অস্বীকার করতে যখন ভয় হয় তখন প্রশংসনীয় ধৈর্যের নাম করে মিথ্যাকে গ্রহণ করতে শিখিয়েছো! তোমরা মুরতাদ শাসককে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা এবং এই জালিমদের উপর ভরসা করাকে হিকমাহ, আত্ম-সংযম এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বানিয়েছো! তোমরা কাফির, জালিম শাসকের বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলাকে বানিয়েছো কর্তৃত্বশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তোমরা তা গোপন করেছো এবং জিহাদকে হারাম বানিয়েছো, এর (জিহাদের) প্রতি উৎসাহ প্রদানকে

বানিয়েছ বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি! তোমরা দুশমন কুফফারদের হত্যা করাকে বানিয়েছ পবিত্র রক্তকে বৈধ করে নেয়া! তোমরা মুজাহিদিনদের, যারা সত্যপরায়ণ, তাদের বানিয়েছো গোমরাহ খাওয়ারিজ! এবং মুরতাদ ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক, আমেরিকার দালাল এবং তাদের কুকুরদের বানিয়েছো মুজাহিদিন! তোমরা তাগুতের উপর অবিশ্বাস করাকে বানিয়েছো বিশাল ফিতনাহ, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'আ একটি অপরাধ, তোমরা জালিম, কাফির, মুরতাদ শাসকদের বানিয়েছো হিদায়াতের ইমাম, ন্যায়-নিষ্ঠতার কর্তৃত্বশীল এবং মুসলিম শাসক! তোমরা আল্লাহর কিতাবকে নিজেদের পিঠের পিছনে ছুঁড়ে মেরেছো, তাঁর আয়াত সমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করেছো এবং আল্লাহর আয়াত ও তাঁর দ্বীনকে অবাঞ্ছিত করেছো। হে মুরতাদরা, তোমাদের উদাহরণ হলো কুকুরের মত এবং কিতাব বহনকারী গাধার মত। তোমরা হিদায়াতকে বিক্রি করেছ গোমরাহির বদলে এবং ক্ষমাশীলতাকে শাস্তির বদলে। তোমাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানবজাতির লা'নত।

কবিতা

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই আমরা কোন ভূমিকে রক্ষা করার জন্য বা তা মুক্ত করার জন্য অথবা তার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার জন্য যুদ্ধ করি না। আমরা কর্তৃত্ব কিংবা ক্ষণস্থায়ী অবস্থানের জন্য যুদ্ধ করি না, না আমরা যুদ্ধ করি এই নিচু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য। এই ধ্বংসাবশেষের স্তূপসমূহের একটি যদি আমাদের উদ্দেশ্য হত, তাহলে আমরা এই পৃথিবীর সকল গোত্র, বিশ্বাস আর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না। আমরা যদি একটি যোদ্ধাকেও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে নিবারিত করতে পারতাম, তাহলে আমরা তাই করতাম, এবং আমাদের এই আপদ থেকে মুক্ত করতাম। তদুপরি, কোরআন আমাদের বাধ্য করে পুরো পৃথিবীর সাথে লড়াই করতে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া। আমরা আমাদের রবের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি কিছুই করি নি। যদি তা আমাদের নির্বাচন করার কোন বিষয় হত তাহলে আমরা তা পরিবর্তন করতাম। যদি আমরা যা অনুসরণ করি এবং যার জন্য যুদ্ধ করি তা শুধুমাত্র আমাদের মতামত হত, তাহলে আমরা তা

প্রত্যাহার করতাম। যদি তা কোন খেয়ালিপনা হত, আমরা তা প্রতিস্থাপন করতাম। যদি তা কোন সংবিধান হত, আমরা তা সংস্কার করতাম। যদি তা কোন সম্পদ হত, আমরা দর-কষাকষি করতাম। যদি তা অদৃষ্ট হত, আমরা তা মেনে নিতাম। কিন্তু তা হলো কোরআন এবং আমাদের নবী ﷺ এর পথ নির্দেশনা। "যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?" (মোহাম্মাদ ১৪) যা আমাদের এই দিকে পরিচালিত করে তা হলো যা আমাদের রব বলেছেন. "যুদ্ধ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে" (আল-বাক্বারাহ ২১৬), "তোমরা বের হয়ে পড় হালকা বা ভারী সরঞ্জামের সাথে" (আত-তাওবাহ ৪১), "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।"(আল-আনফাল ২৪), "তোমাদের কি হল, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না" (আন-নিসা ৭৫) "যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন" (আত-তাওবাহ ৩৯), "অতঃপর তাদের প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না" (আল-আনফাল ১৫), "আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে" (আত-তাওবাহ ৩৬), "তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও" (আত-তাওবাহ ১৩), "তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি প্রদান করবেন" (আত-তাওবাহ ১৪), " তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে" (আত-তাওবাহ ২৯), "অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মারো"(মোহাম্মাদ ৪), "আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনাহ শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (আল-আনফাল ৩৯)

আমরা যুদ্ধ করবো, এবং যুদ্ধ করবো, এবং যুদ্ধ করতেই থাকবো যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করার জন্য এবং আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার জন্য আমরা কখনও মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবো না। যারাই এর উপর সন্তুষ্ট, এই হলো আল্লাহর শারীয়াহ। যারাই একে অপছন্দ করে, এর উপর

অসন্তুষ্ট এবং একে অস্বীকার করে আমরা তাকে ছাড়াই আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। এই হল আল্লাহর দ্বীন। আমরা মুরতাদদের কাফির বলে ঘোষণা দেব এবং তাদের সবাইকে অস্বীকার করব। আমরা কাফির এবং মুশরিকদের শত্রু হিসেবে নেব এবং তাদের ঘৃণা করব। "তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" (আল-মুমতাহানাহ ৪)

আমরা (সিরিয়ান) জাতীয় সামরিক কাউন্সিল অথবা গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দল সমূহের কাফির মুরতাদদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না এবং আমরা এই মুরতাদদের প্রশংসা করব না যেমনটা অন্যান্য ইসলামী নামধারী দলসমূহ করেছে। আল্লাহ ﷻ বলেন, "এবং যারাই তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরই মধ্য থেকে" (আল-মায়িদাহ ৫১), "আর তিনি তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ জাহান্নামের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।" (আন-নিসা ১৪০) আমরা তাদের তোষামোদ এবং (তাদের অপরাধ) অদেখা করতে পারবো না, এর মাধ্যমে তাদের শিরককে অস্বীকার না করে এবং তাদের প্রতি আমাদের শত্রুতা এবং ঘৃণা প্রকাশ না করে, উল্টো তাদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা এবং মিত্রতা প্রদর্শন করতে পারবো না, যেমনটা শামের আল-কায়দা, ক্ষতিগ্রস্ত জাবহাত আর-রিদ্দাহ (মুরতাদ ফ্রন্ট) করেছে। যদি আমরা কুফফারদের প্রতি আমাদের শত্রুতা এবং ঘৃণা প্রকাশ না করি, তাহলে ওয়ালা এবং বারা' আ হারিয়ে যাবে, তার সাথে হারিয়ে যাবে দ্বীন এবং কাফিররা মু'মিনদের সাথে মিশে যাবে।

কবিতা

“আর যারা কাফের তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি তা (ওয়ালা ওয়াল বারা’আ) না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা এবং দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে” (আল-আনফাল ৭৩) আমরা যদি আমাদের সালাফদের কাছ হতে কুফফারদের কাছে এক বিঘত ভূমিকেও সমর্পণ করার উদাহরণ পেতাম, জন সমর্থন অথবা ভবন সমূহকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা অথবা রক্তক্ষয় বন্ধ করা, অথবা অন্য দাবিকৃত যেকোনো স্বার্থের অজুহাতে, তাহলে আমরাও তাই করতাম তথাকথিত উম্মাহর বোকার আল-কায়দার মত। কিন্তু তা হলো একটি সম্মানিত, মহান কোরআন, একটি পবিত্র সুন্নাহ এবং সরল মানহায, একটি একত্ববাদী দ্বীন যা ছাড় দেওয়া বা পরিবর্তিত হওয়াকে গ্রহণ করে না। আমরা মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যাব, এমনকি যদিও ফসলাদি ধ্বংস হয়, ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়, সম্মানহানি হয়, মানুষ নিহত হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হয়। হয় আমরা আমাদের দ্বীনের সম্মানের সাথে মহান হুকুমকারী হিসেবে বেঁচে থাকবো অথবা আমরা এর জন্য সম্মানের সহিত মৃত্যু বরণ করব। হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ! আপনাদের জন্য তা গোপন নয় যে ক্রুসেডকারী আমেরিকা এবং এর মিত্ররা, তাদের পিছনে সকল কাফির জাতি এবং আপনাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য হতে মুরতাদরা তাদের সামনে, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এবং যুদ্ধোদ্যম হয়েছে, আপনাদের হুমকি দিচ্ছে। প্রতিদিন তারা দাবি করছে যে এই দাওলাহ’র সমাপ্তি সন্নিকটে এবং এই অভিযানই নিশ্চিতভাবে হবে এর ধ্বংসকারী। তারা আপনাদের হুমকি-ধামকি দেয় এবং আপনাদের ভীত করার চেষ্টা করে, কিন্তু আপনাদের রব বলেছেন, “আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিষেধ গ্রহণকারী নন?”(আজ-জুমার ৩৬-৩৭)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট, এবং আল্লাহ ক্ষমতাধর ও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন! সকল ক্ষমতা আল্লাহর। যদি আপনারা আল্লাহর উপর ইমানদার হন এবং তাঁর জন্যই কাজ করে থাকেন, তাহলে কিছুই আপনাদেরকে ভীত করবে না, তা যাই হোক, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই আপনার নিচে। আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ক্ষীয়মাণ শক্তি, দুর্বল এবং নাজুক। যখন থেকেই আমরা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছি, মুরতাদ, ক্ষেদর এবং নাস্তিকরা আশা করেছে যে তারা কিছু দিনের মধ্যেই

একে ধ্বংস করে দিবে, কিন্তু তারা একের পর এক যুদ্ধ চালিয়েছে, এক অভিযানের পর আরেক অভিযান, প্রতিটি হামলাই একটি পাল্টা হামলার সাথে মিলিত হয়েছে; অতঃপর তারা ক্লান্ত এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে, প্রতিবারই আল্লাহ তাদের অপদস্থ করেছেন। তাই তাদের হুমকি-ধামকি নতুন নয় এবং তাদের সম্মানহানিও দূরে নয়। এবং তদুপরি, পরিস্থিতি প্রতিদিন পরিবর্তিত হয় এবং যুদ্ধ চলতে থাকে। এবং যে মনে করে যে আমরা কিছু ভূমি অথবা কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করছি অথবা তার মাধ্যমে বিজয় নির্ধারিত হয়, বস্তুত সে সত্য হতে দূরে সরে গেছে।

আমরা আল্লাহর আনুগত্যে এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য যুদ্ধ করি। এবং বিজয় হলো আমরা আমাদের দ্বীনের শক্তির উপর বেঁচে থাকি অথবা এর উপর মৃত্যু বরণ করি। আল্লাহ সংহতির মাধ্যমে আমাদের অনুগ্রহ করেন অথবা আমরা বেরিয়ে যাই খোলা মরুভূমিতে, বাস্তু চ্যুত এবং তাড়িত অবস্থায়, তা আমাদের কাছে একই। আমাদের কেউ একজন কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকুক অথবা তার পরিবারের সাথে নিরাপদে রাত্রি যাপন করুন, তা আমাদের কাছে একই। আমরা অক্ষত ভাবে গণিমত লাভ করি অথবা আহত বা নিহত হই, তা আমাদের কাছে একই, আর আমাদের কাছে বিজয় হলো মুওয়াহহিদ হয়ে বেঁচে থাকা, তাগুতের প্রতি অবিশ্বাস করা, ওয়ালা এবং বারা' আ বাস্তবায়ন করা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যদি তা বিদ্যমান থাকে তাহলে আমরা পরিস্থিতি নির্বিশেষে ইতিমধ্যে বিজয়ী। আল্লাহর কসম, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা এবং একটা নিছক কোন স্লোগান নয়। এই দাওলাহ'র সত্যবাদী সৈনিক এবং নেতাগণ তাদের রক্তের দ্বারা তা লিখে গেছেন। যারাই অন্যথায় চিন্তা করে, হোক সে আমাদের সারিরই একজন, আসলে সে আমাদের মধ্য থেকে নয়। নিশ্চিতভাবেই তাকে বের করে দেয়া হবে অথবা সে চলে যাবে, এমনকি কিছু সময় পরে হলেও।

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের যুদ্ধ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" (আন-নিসা ৭৪) 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ﷺ বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে দল হামলা চালায়, গণিমাহ লাভ করে এবং নিরাপদে ফিরে আসে তারা তাদের সাওয়াবের

একতৃতীয়াংশ হারায়। এবং যে দল হামলা চালায়, ভূমি হারায় এবং আহত হয়, তারা সম্পূর্ণ সাওয়াব লাভ করে।” (সহীহ মুসলিম; হাদিসের ভাবার্থ) অতঃপর হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ নিজেদের নিয়্যাত সমূহকে যাচাই করুন এবং এর যত্ন নিন! আপনাদের চিন্তাধারাকে সংশোধন করুন! এবং আনন্দিত হোন যে আপনারা সাহায্যপ্রাপ্ত, আল্লাহর কসম, কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে পরিষ্কার হিদায়াতের উপর আছি এবং আমরা বিভ্রান্ত নই। আল্লাহর কসম, আমরা বিভ্রান্ত নই। আল সালুলকে এমন সংবাদ দান করুন যা তাদের ক্ষতি সাধন করবে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে। পরাজিতদের মধ্যে তারাই হবে প্রথম, ইনশা' আল্লাহ। নাফি' ইবন 'উতবাহ ﷺ বলেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “তোমরা আরব উপদ্বীপে হামলা চালাবে, অতঃপর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) এটাকে দখল করবেন; তারপর তোমরা পারস্যে হামলা চালাবে, অতঃপর আল্লাহ এটাকে দখল করবেন; তারপর তোমরা রোমে হামলা চালাবে, অতঃপর আল্লাহ তা দখল করবেন; তারপর তোমরা দাজ্জালের উপর হামলা চালাবে, অতঃপর আল্লাহ তাকে (তোমাদের জন্য) পরাস্ত করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

পূর্বকার ফুকাহাগণ আরব উপদ্বীপ বিজয়ের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, কিন্তু আজ এর অর্থ পরিষ্কার! আমাদের নবী ﷺ সত্যবাদী ছিলেন এবং তিনি মিথ্যা বলেন নি। দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ হোন! দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ হোন! আপনারা এই উম্মাহর হয়ে সকল জাতি সমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। যদি আপনারা দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ হন, আপনারা বিজয় লাভ করবেন। যদি আপনারা পিছিয়ে পড়েন, তাহলে আপনারা ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আপনাদের সামনে এমন সব যুদ্ধ আসন্ন যা অসমর্থ এবং কাপুরুষরা সামাল দিতে পারবে না এবং এমন আমদানি রয়েছে যার লড়াই আর যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন প্রাপ্তি স্থল নেই। আল্লাহর অনুমতিক্রমে, আপনারা তারই জন্য। রামাদান নিকটবর্তী হয়েছে, এবং তা অভিযান এবং জিহাদের মাস, বিজয়ের মাস। নিজেকে প্রস্তুত করুন। আপনাদের সকলেরই প্রত্যাশা হোক আপনারা এই মাস আল্লাহর রাহে লড়াইয়ের মধ্যে যাপন করবেন, আল্লাহর পুরস্কার অন্বেষণ এবং প্রত্যাশার মাধ্যমে। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা সবাই যেন এই মাসকে সর্বত্র

কুফফারদের জন্য দুর্দশার মাস বানিয়ে দিন; এবং আমরা বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকায় খিলাফাহ'র সৈনিক এবং সমর্থকদের প্রতি এই বার্তা প্রদান করছি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, হে মুয়াহহিদগণ! যদি তাগুতরা আপনাদের মুখের উপর হিজরাহ'র রাস্তা বন্ধ করে দেয়, তাহলে আপনারা তাদের মুখের উপর জিহাদের দরজা খুলে দিন। আপনার কর্মকে তাদের জন্য আফসোসের উৎস বানিয়ে দিন। নিশ্চয়ই, তাদের ভূমিতে আপনাদের সব চেয়ে ছোট কাজ এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়; তা আমাদের জন্য অধিক কার্যকরি এবং তাদের জন্য অধিক ক্ষতিকর। যদি আপনাদের একজনের স্বপ্ন এবং প্রচেষ্টা হয় দাওলাতুল ইসলামের ভূমিতে পৌঁছানোর, তাহলে (এখানে) আমাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন হলো আপনাদের জায়গায় থাকার যাতে ক্রুসেডারদের জন্য উদাহরণ তৈরি করা যায়, দিন-রাত, তাদের ভীত এবং সন্ত্রস্ত করা, যতক্ষণ না প্রতিটি প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীকে ভয় পায়। যদি আপনারা অক্ষম হন, তাহলে একটি ক্রুসেডারের নিজের ভূমিতে তার উপর একটি পাথর নিক্ষেপকেও ছোট করে দেখবেন না, এবং কোন কাজকে ক্ষুদ্র মনে করবেন না, কারণ মুজাহিদিনদের জন্য এর ফলাফল ব্যাপক এবং কাফিরদের উপর এর প্রভাব অতীব ক্ষতিকর।

আমাদের কাছে খবর এসেছে যে আপনাদের কিছু লোক সামরিক লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছার অক্ষমতার কারণে কাজ করেন না অথবা যাদের "বেসামরিক" বলে ডাকা হয় তাদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে অস্বস্তি বোধ হয়, তাই তারা এই কাজের বৈধতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তাদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে। জেনে রাখুন, যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের ভূমির ভিতর রক্তের কোন পবিত্রতা নেই এবং সেখানে "নিরপরাধ" নামে কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই ব্যাপারে সকল দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করার জায়গা এটা নয়, কারণ তা অতি বিশদ; তাদের সাথে সর্বনিম্ন যে ন্যায্য ব্যবহার করা যায় তা হলো, ঠিক যেমন তাদের যুদ্ধবিমান সমূহ সশস্ত্র এবং নিরস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করে না, না তারা পার্থক্য করে একজন পুরুষ এবং নারীর। জেনে রাখুন, যাদের "বেসামরিক" বলে ডাকা হয় তাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো আমাদের কাছে অধিক প্রিয় এবং তা অধিক ফলপ্রসূ এবং তা তাদের প্রতি অধিক ক্ষতিকর, পীড়াদায়ক এবং অধিক নিরুৎসাহ কারী। তাই এগিয়ে যান, সর্বত্র থাকা হে

মুয়াহহিদিনগণ! হয়তোবা এমন হতে পারে যে আপনারা রামাদানে বিশাল পুরস্কার এমনকি শাহাদাহ অর্জন করতে পারেন।

কবিতা

হে আল্লাহ! আমাদের রামাদান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। আপনার আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের দৃঢ়পদ করুন। হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না। আমরা আপনার ছাড়া অন্য কারও ক্ষমা আর সন্তুষ্টি কামনা করি না। হে আল্লাহ! পুরো পৃথিবী আমাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে, হে আল্লাহ! তারা একমাত্র এই কারণেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে যে আমরা বলি "আমাদের রব আল্লাহ!"অতঃপর আমাদের তাদের থেকে রক্ষা করুন, হে আল্লাহ! একমাত্র আপনার মাধ্যমেই আমরা নিরাপত্তা অন্বেষণ করি। আমাদের সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! একমাত্র আপনার কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমেরিকা এবং ইহুদী, ক্রুসেডার, রাফিদা, নাস্তিক, দল, ফ্রন্ট এবং মুরতাদ ফিরকা সমূহ হতে এর মিত্রদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। এবং আমাদের সাহায্য করুন নুসাইরিয়্যাহ এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে এবং আপনার সকল দুশমনদের বিরুদ্ধে। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কিছু নেই। আপনি মহিমান্বিত। নিশ্চয়ই, আমরা জালিম ছিলাম। হে আল্লাহ, সালাত বর্ষণ করুন নবী মোহাম্মাদ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সকল সাহাবীদের প্রতি। এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।